www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

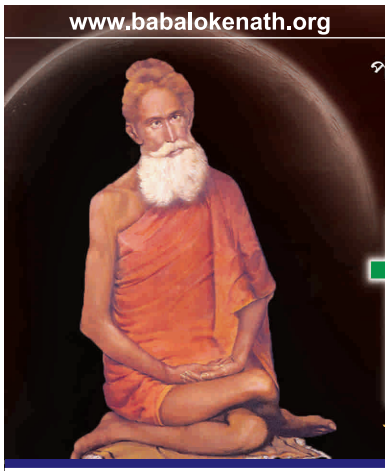

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

ত্রিংশোতি বর্ষ / Vol. - 30, Issue No. - 1 | প্রথম সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ / January 10, 2024 | ২৪শে পৌষ, সনঃ ১৪৩০

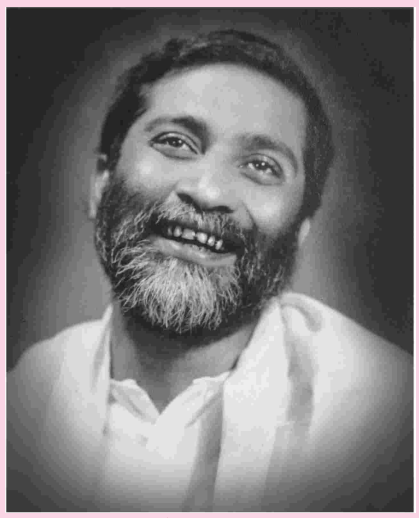

"সত্য নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে চলো, ভগবান দয়া করবেই।"

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

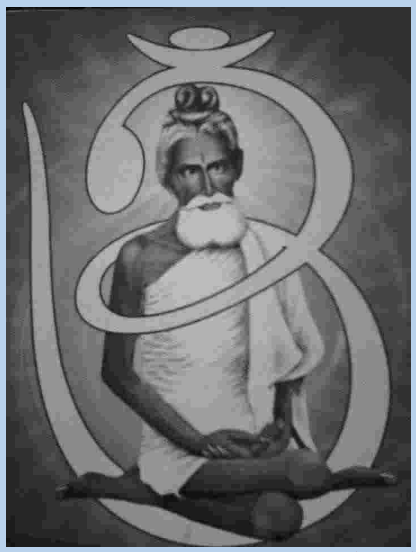

"সংসার-আশ্রমে থেকে সংসারের কর্তব্যকর্ম করে যতটা সাধনা করার তা হয়েছে। এবার তোকে নিরালায় একান্তে গিয়ে যোগের সাধন করতে হবে।"

—লোকনাথ ব্রহ্মচারী

মাতৃবন্দনা।

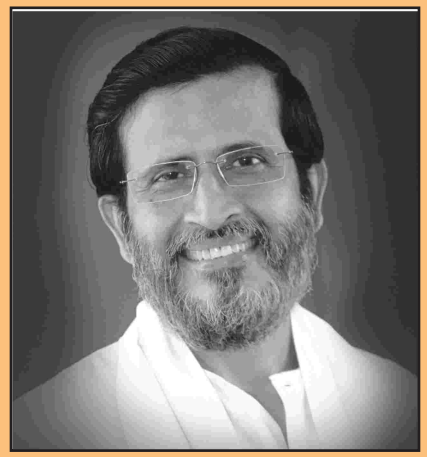

Anxiety comes from the doors of unconsciousness. The moment you awaken to your positive mind that is one with the divine you will see clmness will descend and you are out of the negative spiral of anxious state of mind.

~~Boodhi Shuddaanandaa

নতুন ইংরাজী বছর ২০২৪ এ পা দিলাম আমরা। দিব্য জীবন এর আরও একটি বর্ষ পরিক্রমা শেষ হল। এই পত্রিকার ভাবাদর্শকে অনুসরণ করে আরও বেশী সংখ্যক অনুরাগী পাঠক পাঠিকা এই পত্রিকায় তাঁদের রচনা পাঠাবেন, তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করবেন- এই অনুরোধ রাখছি। নূতনের মাঝে যিনি চিরপুরাতন, সেই এক গুরুশক্তির কাছে সকলের জন্য কল্যাণ কামনা এবং শুভেচ্ছা রইলো।

—সম্পাদিকা মৌসুমী পাল

গত ১২ই নভেম্বর দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন মন্দির প্রাঙ্গণে মা কালীর পূজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূজোর আগের দিন থেকেই মন্দিরে ছিল সাজো সাজো রব। বোধিবাবার গুরুদেবের আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মাতৃমূর্তির নাম মা ভবহারিণী। বাবাজীর ইচ্ছায় সেই মায়ের ছবি বাঁধিয়ে এনে, মাকে রঙিন বস্ত্র ও পুষ্পমাল্য দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। সমগ্র মন্দির মাটির প্রদীপের আলোতে সেজে উঠেছিল, সেই মায়াবী আলোতে বাবা লোকনাথ ও মা ভবহারিণীকে বড়ই জীবন্ত লাগছিল। কালীপূজার দিন বাবা সিদ্ধিনাথের সামনে বাবাজী বসেছিলেন অমাবস্যার যজ্ঞে। মন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছিল চারিদিক। পরের দিন মন্দিরে অন্নকূট উৎসব পালিত হয়। অন্নকূট অর্থাৎ অন্নের পাহাড়, যা লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনে প্রথম বার পালিত হয়। বাবাজী বলেন,"যে একবার এই অন্নকূট এর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে তার কোনদিন অন্নের অভাব ঘটে না"। সকাল বেলায় অন্নভোগ রন্ধন করে বাবা লোকনাথের সামনে ঘট প্রতিস্থাপন করে অন্নের কূট সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। বিভিন্ন সব্জি দিয়ে মা অন্নপূর্ণার মুখ সজ্জিত করা হয়ছিল অন্নকূটের উপর যা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল। সন্ধ্যায় বাবাজীর সৎসঙ্গের পর সকল ভক্তরা সেই অন্নভোগ মহাপ্রসাদ হিসাবে পেয়েছিল।

—দুই বোন

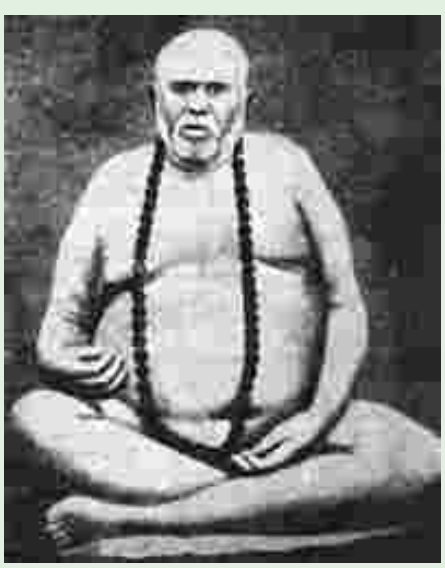

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির লীলা

ত্রৈলঙ্গস্বামীজি হনুমান ঘাটে। এই পথেই জনৈকা মহারাষ্ট্রবাসিনী মহিলা প্রতিদিন বাবা বিশ্বেশ্বরের পুজো দিতে যেতেন। একদিন হঠাৎ তিনি স্বামীজিকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পান। ভীষণই লজ্জা পান সেই মহিলা। তিনি স্বামীজিকে কিছু কটু কথা বলে পুজো দিতে চলে যান। পুজো দিয়ে প্রতিদিনের মতো বাড়িও ফিরে আসেন। সেদিন রাতে তিনি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেন। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ত্রিশূল উদ্যত করে অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে বলেন, 'যে কামনায় তুই আমার পূজা করছিস, আমার দ্বারা তা পূর্ণ হবে না। যে উলঙ্গ সাধুকে তুই আজ অহেতুক গালি দিয়েছিস, তাঁর কৃপা না হলে তোর মনস্কামনা কোনওমতেই পূর্ণ হবে না।' ভয়ে নিরাশায় মহিলার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় সারারাত জেগে কাটালেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর চরণকৃপা লাভের আশায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। স্বামীজির সঙ্গে যথাসময়ে যথাস্থানে তার দেখা হল। তিনি কোনও কথা না বলে স্বামীজির চরণদুটি ধরে অবিরল ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। স্বামীজি বিব্রত। তিনি মহিলার কাছে কেন তিনি এরকম করছেন জানতে চাইলেন। মহিলা তখন স্বপ্ন ও বিশ্বেশ্বরের ক্রোধের কথা জানালেন, মৃদু হেসে স্বামীজি তার সমস্যার কথা জানতে চাইলেন। মহিলার স্বামীর পেটের একটি ক্ষত কিছুতেই সারছিল না। তাই স্বামীর আরোগ্য কামনায় তিনি প্রতিদিন মন্দিরে পূজো দিতে যেতেন। সব শুনে স্বামীজি পাশ থেকে একটু ভস্ম তুলে তার হাতে দিলেন। সেই ভস্মের গুণেই সেই ভদ্রলোকের উদরক্ষত সেরে গিয়েছিল। স্বামীজি আবার স্থান পরিবর্তন করে এলেন দশাশ্বমেধ ঘাটে।

জয় শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গস্বামীজি।

সম্পাদকীয়

বোধি শুদ্ধানন্দের স্মৃতিচারণায় গুরু কৃপা

"গুরু কৃপা" শব্দটা আমরা প্রায়শই উচ্চরণ করি। কিন্তু এ শব্দের গভীরতা বা যথার্থ অর্থ আমাদের অধিকাংশের কাছেই অধরা থেকে যায়। বোধি শুদ্ধানন্দ মহারাজের স্মৃতিচারণা থেকে গুরুকৃপার একটি চমকপ্রদ সত্য ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি, যে ঘটনা শুদ্ধানন্দজীর গুরুদেব ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী মহারাজের যোগলব্ধ, অত্যাশ্চর্য এক ক্ষমতার পরিচয়বাহী।

ঘটনাটি এইরকম এক দিন ভজন ঠাকুর মল্লিকপুর আশ্রমে তাঁর ঘরে বসে আছেন, প্রিয় শিষ্য শুদ্ধানন্দও সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ এক মহিলা ঘরে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন ভজন ঠাকুরের পায়ে। ভদ্রমহিলার মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি, লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত সে, ডাক্তাররা একরকম জবাব দিয়ে দিয়েছেন। মহিলা তাই ছুটে এসেছেন তাঁর গুরু ভজন ঠাকুরের কাছে। একমাত্র গুরুদেব কৃপা করলে এই মুহূর্তে রোগী বেঁচে যেতে পারে। ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস লিন যে রোগী ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু মাকে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে যেতে হবে। ভদ্র মহিলা চলে গেলেন। উপস্থিত ভক্তদের ঠাকুর বললেন, যে এই কঠিন ব্যাধি সত্যিই সারানো মুশকিল। এর কিছুদিন পর ভজন ঠাকুর যখন কলকাতার বালিগঞ্জে রয়েছেন, তখন লিউকেমিয়া আক্রান্ত ওই মেয়েটির দিদা ঠাকুরের কাছে এসে আবারও তাঁর নাতনীর প্রাণভিক্ষা করলেন, রোগীর অবস্থা তখন আরও খারাপ। ঠাকুর এবার রোগীর দিদাকে বললেন যে সত্যিই যদি তাঁর গুরুভক্তি থাকে তবে বাড়ি ফিরে গিয়ে দিনে এক হাজার বার গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে এবং সেই সঙ্গে গুরুর কাছে নাতনীর আরোগ্যের জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাতে। আশ্চর্য! গুরুবাক্য অনুসরণ করে হাতেনাতে ফল পেলেন রোগীর দিদা। তিনদিনের মাথায় রোগী সুস্থ হতে শুরু করলো,রক্ত পরিবর্তন বা অতিরিক্ত ওষুধের আর প্রয়োজন পড়লনা। সাত দিনের মধ্যে রোগী অনেকটাই সুস্থ, অথচ ডাক্তাররা এ রোগীর বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। নাতনী সুস্থ হওয়ার পর বৃদ্ধা একদিন আশ্রমে এসে গুরুকে প্রণাম করে জানালেন যে স্বয়ং গুরুদেব তাঁর নাতনীকে রক্ষা করেছেন। গুরুদেব যেদিন থেকে তাঁকে দিনে হাজার বার জপের নির্দেশ দিয়েছেন, সেদিন থেকে তাঁর নিজের কোনো চেষ্টা ছাড়াই জপমন্ত্র তাঁর ভেতরে অবিরাম ধ্বনিত হয়েছে, সাতদিনের মাথায় সেই ধ্বনি নিজে থেকেই থেমে গেছে। রোগী তখন অনেকটাই সুস্থ। শিষ্য পাছে জপ ঠিক মতো না করেন, সেই আশঙ্কায় শিষ্যের অন্তরে জপমন্ত্রকে স্বপ্রকাশ করলেন কে? কার কৃপায় এটা সম্ভব হল? নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ত্রিকালদর্শী বাবা লোকনাথ

একদিন বারদী আশ্রমে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক যুবক আসে। সে ধর্ম ও সাধু-সন্ন্যাসীতে একেবারেই অবিশ্বাসী, তবে সে খুবই মাতৃভক্ত। মা অসুস্থ থাকায়, মা এর একান্ত অনুরোধে অনিচ্ছা সত্বেও সে আশ্রমে আসে। তাকে দেখেই বাবা বললেন , "তুই তো ধর্ম আর সাধু-সন্ন্যাসী বিশ্বাস করিস না। তবে এলি কেন?" ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে ভাবে, তার মনের কথা ইনি জানলেন কি করে? বাবা আবার বলেন , "তুই তোর মাকে খুব ভালবাসিস , না?" ছেলেটি বলে , "আজ্ঞে হাঁ। তাঁর আদেশই আপনার কাছে এসেছি"। বাবা বলেন , "বাঃ, খুব ভালো ছেলে তো তুই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন করে, ভগবান তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার মঙ্গল করেন। তোর মা সুস্থ হবে, আর চাকরির জন্য যে পরীক্ষা দিয়েছিলি, তাতে তুই উত্তীর্ণ হয়েছিস, তোর পকেটের চিঠিটা পড়ে দেখ, তোর চাকরির খবর এসেছে"।

ছেলেটি চিঠি পড়ে দেখে সত্যিই চাকরির সংবাদ এসেছে। ধর্ম ও সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর তার বিশ্বাস জন্মায়। বাবা বলেন , "তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তুই চাকরিতে খুব উন্নতি করবি, জেলার কর্তা হবি। কিন্তু সত্যকে ভুলে যাসনি। মনে অহংকার রাখবি না, দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করবি, কাউকে ঘৃণা করিস না। যখনই কোনও বিপদে পড়বি, তখনই আমার স্মরণ নিবি, আমি তোকে সাহায্য করবো।

জয় বাবা লোকনাথ

শ্রীক্ষেত্রে নিত্য লীলা

আজও হয় নিত্য লীলা শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথ ধামে। সারাদিনে বহু রকম ভাবে সেবা করা হয় জগন্নাথ দেবকে দেওয়া হয় ৫৬ ভোগ। কিন্তু একমাত্র জগন্নাথ দেব এমনই একজন যিনি দিনের থেকেও রাত্রিতে অধিক শৃঙ্গার করেন। এই শৃঙ্গারের পর দরজা বন্ধ করা হয়। কিন্তু শয়নের সময় এই অধিক সিঙ্গার কেন জানতে চাওয়াতে সেবায়েত বলেন- 'রাত্রিতে মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার পর জগন্নাথ দেব চলে যান শ্রীধাম বৃন্দাবনে, তাই এই শৃঙ্গার।' আচ্ছা বেশ, সেখানেও তো গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্রাম করবেন, শয়ন করবেন, তাহলে এই অধিক শৃঙ্গার কেন? সেবায়েত হেসে বললেন, 'প্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে কি আর শয়ন করবেন! তাঁর প্রতীক্ষায় থাকেন গোপীনিরা, তাঁর প্রতীক্ষায় থাকেন শ্রীমতী রাধারানী। তিনি যে ওখানে গিয়ে রাসলীলা করবেন। তাই এমন করে শৃঙ্গার করে তাকে সাজিয়ে দেওয়া হয় নটোবর সাম বেসে।'

প্রাচীন ভারতে যখন পদব্রজে মানুষ তীর্থে যেতেন যখন, তখন মাসাধিক কাল লেগে যেত এক একটি তীর্থে পৌঁছাতে। চার ব্রজবাসী পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে আসছেন প্রভুর দর্শনে। এদিকে শ্রীক্ষেত্রে ভগবানের সেবা করতে করতে সেবায়েত দেখলেন প্রভু আজ যেন বড়ই প্রসন্ন। তার মুখে প্রসন্নতার হাসি সেবায়েদ দেখে বললেন, 'প্রভু আজ দেখি খুব যে প্রসন্ন, কার সেবাতে এই প্রসন্নতা বলো।' প্রভু রাত্রিতে স্বপ্ন দিয়ে সেবায়েতকে বলেন, 'শোনো, কাল শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে চারজন আমার কাছে আসছে। একজন আসছে নন্দ গাঁও থেকে, একজন রাধা কুন্ডু থেকে, আর আসছে গোবর্ধন থেকে, তাদের জন্য তুমি একটু ব্যবস্থা রেখো, দেখো তাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। আর তারা যখন আমায় দর্শন করতে আসবে তখন তাদের আমার গর্ভ মন্দিরে নিয়ে আসবে আর আমাকে স্পর্শ করতে দেবে। ব্রজবাসী আমার পরম প্রিয়।' ব্রজবাসীরা তাঁকে সেবা করে আনন্দ পান, তাঁর প্রসন্নতাতেই তাদের আনন্দ। ভগবান যাতে প্রসন্ন হন সেটা সেবা আর নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য যে আচার-আচরণ করা হয় তাহাই পূজা। ব্রজবাসীরা সেবা করেন। আর সেই সেবাতেই তিনি তৃপ্ত হন, প্রসন্ন হন।

—সুরজিত

কে এলি তুই প্রদীপ জ্বালি

অমানিশার অন্ধকারে
চেয়ে দেখি মোহঘোরে,
কে এলি তুই প্রদীপ জ্বালি
শূন্যরূপা মহাকালী।

কি আছে মা দেব তোরে
দীন তনয়া জানিস মোরে,
তোর ফুলে তুই নিবি পূজা
বিল্ব জবা অপরাজিতা।

আঁধার কালো দিগবসনা
মুন্ডমালা প্রলম্বিতা,
দে মা মোরে নির্বাসনা
ষড়রিপুর জ্বালিয়ে চিতা।

জানি নে মা ভজন স্তুতি
রাঙাপদে এই মিনতি,
বাসনা রুপ অসুরনাশি
কোল দিবি তুই সর্বনাশি।

শিখিয়ে দে না চৈতন্যময়ী
জ্ঞানদায়িনী দয়াময়ী,
কেমন করে ডাকলে তোরে
বুকে তুলি নিবি মোরে।

মনের মরন হবে যবে
জানি মাগো আসবি তবে,
সেই প্রতীক্ষায় আছি বসে
শিয়রে তুই আসবি হেঁসে।

অভয় হস্ত রাখবি শিরে
ভেসে যাব অশ্রুনীরে,
আয় না শ্যামা মাগো এবার
সময় যে শেষ, হল যাবার।

৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা উদ্বোধন হতে চলেছে ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪।
প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মিশনের স্টল থাকছে মেলা প্রাঙ্গনে—

স্টল নং- ৪১৯

Printed by **Swami Shuddhananda Brahmachari** Published by **Swami Shuddhananda Brahmachari** on behalf of Lokenath Divine Life Mission, Tel. : 9831038183 and Published at 277 Shanti Pally, Kolkata - 700 107. Editor: **Mousumi Pal**